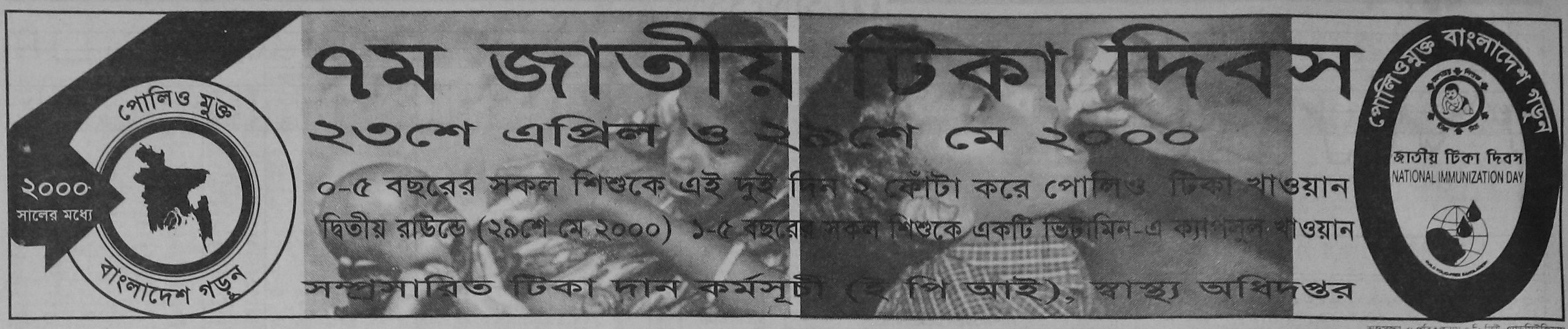

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনা : দি নিউ এ্যাডমিউজিয়াম

We the CORE PVOs are committed to eradicate polio jointly with Govt. of Bangladesh

[CORE PVOs : CARE-Bangladesh, Plan International, Save the children (USA) and World Vision of Bangladesh]

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১০ বৈশাখ ১৪০৭
২৩ এপ্রিল ২০০০

বাণী

বাংলাদেশে ৭ম বারের মত "জাতীয় টিকা দিবস" পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।
এ উপলক্ষে দু'দিনে দেশের পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় দু'কোটি শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা সফল করে তুলতে সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রয়োজন। ২০০০ সালের মধ্যে দেশকে ভয়াবহ পোলিও রোগের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে এ দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।
আমি এ দিবসের কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

Expanded Programme on Immunization (EPI) Bangladesh.

Dr. A.M. Zakir Hussain
Director PHC & DC and Line Director, ESP
DGHS, Mohakhali Dhaka-1212

Dr. Mohd. Mahbubur Rahman
Deputy Programme Manager, EPI & Programme Manager
Child Health & Limited Curative Care
Directorate General of Health Services
Mohakhali, Dhaka, Bangladesh

Background :
- EPI in Bangladesh officially started on 7th April 1979
- EPI Prevents 6 deadly diseases in children under one year of age; (Diphtheria, Whooping cough, Tetanus, Tuberculosis, Measles and Poliomyelitis).
- Vaccination is done among children 5 times before reaching their first birth day and also child-bearing women to protect from to prevent neonatal tetanus.

Objectives :
For infants :
- To reduce the occurrence of 6 diseases and to prevent death.

For women :
- To prevent neonatal and maternal death.

Basic operational strategy :
- Immunize all children under one year of age throughout the country.
- Immunize all women of child bearing age including pregnant women throughout the country.

Status of EPI :
- From 1979 to 1985 coverage was only 2%.
- At present coverage of "Fully immunized children" under one year of age has risen to 52%. For Full coverage of polio the rate is 68% among them.
- EPI is thought to have prevented over 1.2 million children deaths from all these 6 diseases (period 1987 to 1997).

Government has accepted the challenge to achieve 3 important public health goals by the year 2000 with regard to EPI :
- Eradication of poliomyelitis.
- Elimination of neonatal tetanus (up to 28 days after birth).
- Control of measles.

To eradicate polio we have following strategies :
- High routine Oral Polio Vaccine (OPV) coverage.
- National Immunization Days (NIDs) observation. -So far observed 6 NIDs (Since 1995), coverage is more than 80% among children under 5 years of age.
- 7th & 8th NIDs will be observed this year in April and May and October, November and December.
- Surveillance of Acute Flaccid Paralysis (AFP) (with the help of Institute of Public Health).
- Collection of stool within 10 days of case reporting.
- Follow up of reported cases for 60 days.
- Mopping up immunization.

What we do in NIDs:
- Usually observed in 2 rounds (there will be 3 rounds in 8th NIDs).
- Feeding of OPV to each child from 0 to 5 years of age.
- Feeding of vitamin-A capsule from 1 to 5 years of age in either round.

-Routine EPI brought number of estimated polio cases down from 11,500 per year to 2,300 per year.

Future need for polio eradication:
- To ensure a polio free world for our children and grand children we and our partners must continue the investment toward polio eradication.
- To date approximately US$ 38.8 Million have been spent on NIDs alone.
- The contributors are:
  -Govt. of Bangladesh, Govt. of Japan (47% of cost), Rotary International, CDC-Atlanta, UNICEP, DFID and also USAID.

Additional plans for EPI :
- Injection safety.
- Maintenance of cold chain, to keep the vaccine potent.
- Inclusion of school immunization programme against tetanus and diphtheria to vaccinate all school entry children.
- Introduction of Hepatitis-B vaccine and Hib Vaccine.

In addition to strong political commitment, financial and human resource support, we need strong inter-sectoral commitment and support to involve all segments of civil society for eradication of polio.

It is no surprise that EPI has been dubbed a "near miracle" in Bangladesh and is one of Bangladesh's flagship programmes.

প্রধান মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ বৈশাখ ১৪০৭
১৮ এপ্রিল ২০০০

বাণী

জবাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত করার লক্ষ্যে দেশে ২৩শে এপ্রিল এবং ২৯শে মে-২০০০ সপ্তম জাতীয় টিকা দিবস পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আর আন্তরিক সহযোগিতায় এ কর্মসূচি আগামী প্রজন্মের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এ কর্মসূচি সফল করতে সহায়তা করার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করি জাতীয় টিকা দিবসের এ কর্মসূচি পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ ও বিশ্ব গড়তে সহায়ক হবে।
সপ্তম জাতীয় টিকা দিবস পালন কর্মসূচি সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আগামী ২৩শে এপ্রিল এবং ২৯শে মে ২০০০ পালিত হতে যাচ্ছে ৭ম "জাতীয় টিকা দিবস"। পোলিও রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে এ দু'দিনে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় দু'কোটি শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ইপিআই) টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইপিআই-এর এ সাফল্য দেশে মা ও শিশু মৃত্যুকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করেছে।

পোলিও রোগ নির্মূলের আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় টিকা দিবস পালন করছে। ইতোমধ্যে ছয়বার সফলভাবে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গৃহীত এ বিশাল কর্মসূচী গুটিবসন্ত নির্মূলের মতো পোলিও রোগ নির্মূলেও সফলতা অর্জন করবে বলে আমি আশা করছি।

জাতীয় টিকা দিবস সার্বিকভাবে সফল করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অপরাপর মন্ত্রণালয়, বেসরকারী ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ দেশের প্রতিটি নাগরিকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ একান্তই কাম্য।

৭ম জাতীয় টিকা দিবসে পাঁচ বছরের কম বয়সী কোন শিশু যেন পোলিও টিকা গ্রহণ থেকে বাদ না পড়ে সে লক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেককে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আগামী দিনের শিশুদের পঙ্গুত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত রেখে নিরাপদ সুন্দর জীবন নিশ্চিতকরণই হোক জাতীয় টিকা দিবসে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা।
আমি ৭ম জাতীয় টিকা দিবসের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ ফজলুল করিম সেলিম

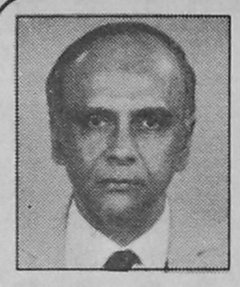

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বাধীন ১৯৯৫ সন থেকে দেশে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে পর পর ছয় বার সফলভাবে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হয়েছে এবং এ সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু তবুও পোলিও রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারিনি। সে কারণে এবারের জাতীয় টিকা দিবসে যেন একটি শিশুও দেশের কোন গ্রাম বা শহরে টিকার আওতার বাইরে না থাকে তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মী এবং এ কাজে ব্যাপৃত বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি সরকার আহবান করেছে।
আগামী ২৩শে এপ্রিল এবং ২৯শে মে ২০০০ ৭ম জাতীয় টিকা দিবস পালিত হবে। জাতীয় টিকা দিবসের এই দু'দিনে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় দু'কোটি শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে এবং সে সাথে দ্বিতীয় রাউন্ডে এক থেকে পাঁচ বছরের সকল শিশুকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে দেশব্যাপী এ বিশাল কার্যক্রম সফল করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় এই কর্মসূচীকে সফল করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবারের জাতীয় টিকা দিবসে কাঙ্খিত সফলতা আসবে বলে আমার বিশ্বাস। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০০০ সালের মধ্যে পোলিও রোগ নির্মূল করার আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পালনে সফলকাম হবে বলে আমি আশা করি।

সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

দেশব্যাপী ৭ম "জাতীয় টিকা দিবস" পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পোলিও রোগ নির্মূলে জাতীয় টিকা দিবস বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার ইতিহাসে সফলতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ২০০০ সালের মধ্যে পোলিও রোগ নির্মূলের লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিমন্ডলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমের আওতায় পোলিও টিকাদানের উচ্চ হার অর্জন করার পাশাপাশি বিশেষ কার্যক্রম হিসাবে জাতীয় টিকা দিবসের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী পোলিও রোগ নির্মূল করতে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। যথা-নিয়মিত কার্যক্রমে ওপিভি টিকাদানের অর্জিত হার কমপক্ষে শতকরা ৯৫ ভাগের উপর হতে হবে। এর সাথে জাতীয় টিকা দিবস পালন এবং প্যারালাইসিস রোগী সনাক্ত করার জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর রোগ নিরীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, বাংলাদেশ পোলিও রোগ চিরতরে নির্মূলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ৭ম জাতীয় টিকা দিবসের সর্বাঙ্গীণ সফলতা বয়ে আনবে।

অধ্যাপক ডাঃ এম, আমানউল্লাহ

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বাণী

২০০০ সালের মধ্যে পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আগামী ২৩শে এপ্রিল এবং ২৯শে মে ২০০০ উদযাপিত হতে যাচ্ছে ৭ম "জাতীয় টিকা দিবস"। মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে জাতীয় টিকা দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমের আওতায় পোলিও টিকা খাওয়ানোর ফলে পোলিও রোগে আক্রান্ত ও পঙ্গুত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ইপিআই-এর নিয়মিত টিকাদানের ফলে শিশু মৃত্যুর হার কমে যাওয়ায় এবং শিশুর সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তায় বাংলাদেশের পরিবারগুলোতে ছোট পরিবার গড়ে তোলার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় টিকা দিবসে পাঁচ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে টিকা খাওয়ানো সম্ভব হলে পোলিও রোগের কারণে আর কোন শিশু পঙ্গু হবে না। ফলে স্বভাবতঃই ছোট পরিবার গঠনের প্রতি সকলের আগ্রহ আরো অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীদের পাশাপাশি অন্যান্য পর্যায়ের কর্মী যেমন-সমাজসেবা কর্মী, ছাত্র-শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগত সবাই মিলে ৭ম জাতীয় টিকা দিবস সফল করতে এগিয়ে আসবেন। আমার আন্তরিক বিশ্বাস, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় টিকা দিবস যে সফলতা বয়ে আনবে, তা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণসহ পরিবার গঠনে জনগণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করবে।

শফিউদ্দিন আহাম্মেদ

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাণী

বাংলাদেশ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে পোলিও রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যে আগামী ২৩শে এপ্রিল এবং ২৯শে মে ২০০০ জাতীয় টিকা দিবস পালিত হতে যাচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর (ইপিআই) লক্ষ্য হলো এক বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে ছয়টি মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক টিকা দেয়া। পোলিও রোগ নির্মূলে- নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হচ্ছে। বিগত ছয়টি জাতীয় দিবসগুলোতে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ উপরে। যা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

এবারের ৭ম জাতীয় টিকা দিবসে দেশের পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় দু'কোটি শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এ বিশাল সংখ্যক শিশুদের একই দিনে টিকা খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজন হবে ছয় লাখ স্বেচ্ছাসেবী। এ ব্যাপারে শিক্ষক/শিক্ষিকা, ছাত্র/ছাত্রী, বয়-স্কাউট, গার্ল গাইডস, আনসার, ভিডিপি, এনজিও কর্মীদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আসছে জাতীয় টিকা দিবসে নিজ নিজ এলাকার টিকাদান কেন্দ্রে শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানোর মাধ্যমে সবাই হতে পারেন গর্বিত স্বেচ্ছাসেবী।

জাতীয় টিকা দিবসের সফলতার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সদিচ্ছা এবং সেই সাথে সরকার ও সকল স্তরের জনগণের সম্পৃক্ততা।

আসুন, ৭ম জাতীয় টিকা দিবসের এই মহতী কর্মকান্ডে সাড়া দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের শিশুদের পোলিও রোগের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার মানবিক দায়িত্ব পালনে আমরা সবাই একাত্ম হই। গুটি বসন্ত নির্মূলের মত পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আমাদের অঙ্গীকার হোক বজ্র কঠিন।

১১/৪/২০০০

অধ্যাপক আ,ব,ম, আহসান উল্লাহ

By Courtesy : **CHILD Project, CARE-Bangladesh.** CARE BANGLADESH